APR. 03 2002

ভাওয়াল কলেজের ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে শেখ হাসিনা

বিএনপি জামায়াতের জোট সন্ত্রাসীদের হাতে দেশের মানুষ আজ জিম্মি ॥ বাঁচতে হলে ঐক্যের বিকল্প নেই

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশে আইন নেই, বিচার নেই। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি সমাজকে গ্রাস করেছে। সবখানেই চলছে অরাজকতা। বিএনপি-জামায়াত জোটের সন্ত্রাসীদের হাতে দেশের মানুষ আজ জিম্মি। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে ইস্পাত কঠিন ঐক্যের বিকল্প নেই।

মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এখন নানা খেলা

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বিএনপি জামায়াতের (প্রথম পাতার পর)

শুরু হবে। চুরি করে পাওয়া ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য জোট সরকার টাকা ছড়াবে। গিবত গাইবে। অপপ্রচারের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করবে। এসব খেলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমান সময়কে তিনি জোট সরকার কর্তৃক 'আওয়ামী লীগ ক্লিনজিং' পর্ব উল্লেখ করে বলেন, এই সময়ও ভাওয়াল কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রলীগের বিজয়, সুপ্রীমকোর্ট বারে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের প্যানেলের বিজয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নির্বাচনে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

গত ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত ভাওয়াল কলেজ ছাত্র সংসদের এই নির্বাচনে মোট ১৯টি পদের ভিপি, জিএসসহ ১৬টি পদেই বিজয় পেয়েছে ছাত্রলীগ। এতে ভিপি ও জিএস পদে বিজয়ী হন আফজাল হোসেন রিপন ও [illegible] সিদ্দিকী। দলের বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে নবনির্বাচিতদের [illegible] জানানোর জন্য এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, গাজীপুরের নেতা এ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি, আখতারুজ্জামান, আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপি, আকম মোজাম্মেল হক, এ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় থেকে পাঁচ বছর আমরা দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছিলেন। তখনই গত পহেলা অক্টোবর নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে আমাদের হারানো হলো। নির্বাচনে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ দিয়ে আমাদের নেতাকর্মীদের পিটানো হলো। আমাদের চিহ্নিত ভোটার ও সংখ্যালঘুদের কেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। এর পরও আমাদের ভোট বেড়েছে। যাঁরা আজ এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, '৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে আমাদের ভোটের পার্থক্য ছিল পাঁচ শতাংশ। আসনের পার্থক্য ছিল ৩৮টি। এবারও ভোটের পার্থক্য পাঁচ শতাংশ। এতে আসনের পার্থক্য ১৫৪ হয়েছে কিভাবে? এ ছাড়া জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এত আত্মবিশ্বাসহীন হবে কেন? তারা বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া চালাবে কি কারণে? গত ২১ বছর নির্যাতিত হয়েও '৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে আমরা প্রতিশোধ নিইনি। বরং গঠন করেছিলাম জাতীয় ঐকমত্যের সরকার। অথচ জোট সরকার ক্ষমতায় গিয়েই আমাদের ওপর নির্যাতন শুরু করল। এর কারণ তো সবার কাছেই স্পষ্ট।

তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, দখল, দুর্নীতি আর সন্ত্রাস আজ গোটা সমাজকে গ্রাস করেছে। স্কুলছাত্র শিহাবকে নির্মমভাবে হত্যা করে ১২ টুকরা করেছে সন্ত্রাসীরা। কক্সবাজারে বিদেশী নাগরিকদের সবকিছু কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাদের উপর চালানো হয়েছে নির্যাতন। পুলিশ অপরাধী ছাত্রদল কর্মীদের গ্রেফতার করলে আগের মতোই থানা আক্রমণ করে আসামী ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলেছে। দেশের তিনটি সিটি নির্বাচনে সন্ত্রাসীদের জয়জয়কার। শুধুমাত্র ঢাকায় ৯০টি ওয়ার্ডে ক্ষমতাসীন জোট ৪৫ জন সন্ত্রাসীকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমরা নির্বাচনে না গেলেও আমাদের যাঁরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে কাফনের কাপড় পাঠানো হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন, দুষ্ট লোকেরা নাকি পালিয়ে গেছে। এখন তিনিই তো সন্ত্রাসীদের মনোনয়নপত্র বৈধ করে নির্বাচনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মোহাম্মদপুরে কমিশনার প্রার্থী খুন হলো। নিহতের পরিবারের লোকেরা বলছেন, এতে আওয়ামী লীগ জড়িত নয়। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাকে হত্যা করেছে। অথচ এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে আমাদের সাবেক সংসদ সদস্যের পুত্রকে। থানার ওসি বলছেন, উপরের চাপে তিনি গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছেন। এমন অবস্থা হলে মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কোথায় বিচার পাবে?

তিনি বলেন, এমন একটি পরিস্থিতিতে ভাওয়াল কলেজ ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রীমকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীসহ ৭৩ জন মন্ত্রী চেষ্টা করেও এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে জিতাতে পারেনি। সারা দেশের ৬৫টি বারের মধ্যে ৫৮টিতেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেল বিজয়ী হয়েছে। এসব নির্বাচনই প্রমাণ করে মানুষ মুক্তি চায়। আমাদের কাজ হবে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থেকে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। এজন্য তিনি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নিজ দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, আমরা বিদেশীদের চোখে খালেদা জিয়ার 'বিওয়ার অব বাংলাদেশ' চাই না। আমরা চাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পাঁচ বছরের 'লুক বাংলাদেশ!' যারা বাংলাদেশের এই সুনাম নষ্ট করেছে বাংলার মানুষ নিশ্চয়ই তাদের বিচার করবে।